A Bengali Peer-Reviewed Journal
ISSN : 2454-4884
24544884
সংশপ্তক
।। বিশেষ সংখ্যা ।।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ও
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং
।। অন্যান্য প্রবন্ধ ।।
সম্পাদক : উত্তম দাস
পঞ্চম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন, ২০২০ ইং

সংশপ্তক , SAMSAPTAK

Peer- Reviewed Journal

২০20 ,জুন

2020 June

Vol.5, Issue-2

পঞ্চম বর্ষ ।।দ্বিতীয় সংখ্যা

ISSN-2454-4884

পত্রিকা অধিকর্তা(Magazine Director)

প্রফেসর উৎপল মণ্ডল,(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদক (Editor)

উত্তম দাস , সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ

বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউরি

Name of the Editorial Advisory Board & Peer Review Committee

ড. প্রকাশ মাইতি (বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. রীতা মোদক (বিশ্বভারতী)

ড. সুখেন বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড.সাবলু বর্মণ (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

প্রফেসর তপন কুমার বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় , ডিন , আর্টস এন্ড কমার্স)

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়

'ছোটগল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ '

অভ্রতে কালপুরুষ ফন্ট এ লিখে সফটকপি uttamnbu@gmail.com এপাঠান

অক্টোবর ১৫ ২০২০এরমধ্যে । পিডিএফ করবেন না, 9734518427

❖ 'চতুরঙ্গে' আধুনিকতাঃ শচীশদামিনীর সম্পূর্ণতা অনুসন্ধানের এক আধুনিক আখ্যান
বিমান অধিকারী # ৩৫৫

❖ মহামানব বিদ্যাসাগর
ছন্দা পাল # ৩৫৯

❖ বিরোধে বিদ্যাসাগর : প্রেক্ষিতে সময় ও সমাজ
দিপা দাস # ৩৬৯

❖ বিধবা বিবাহ: বোধ ও অবনমন বিষয়ক প্রতীতি
সুস্মিতা পাল # ৩৭৭

❖ উত্তর দিনাজপুর জেলার লৌকিক দেবদেবী
ড. বৃন্দাবন ঘোষ # ৩৮২

❖ সাবিত্রী রায়ের ছোটগল্পে মৌলিকতা অনুসন্ধান
মণিকুন্তলা বসু # ৩৮৭

❖ সুন্দরবনের মউলে সমাজ ও তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন
অলোক কোরা # ৩৯১

❖ নারী মুক্তির বিবর্তনঃ প্রেক্ষিত স্মরনজিৎ চক্রবর্তীর নির্বাচিত উপন্যাস (আলোর গন্ধ)
বিউটি রক্ষিত # ৩৯৪

❖ চোখের বালি ও চতুরঙ্গ : আধুনিকতার উৎস সন্ধানে
চন্দনা ভান্ডারী # ৩৯৮

❖ প্রসঙ্গ : লোকগীতি ভাদু গান
পরেশ চন্দ্র মাহাত # ৪০৩

❖ নজরুলের কবিতা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা
মোহাঃ মোসারাফ হোসেন # ৪০৮

❖ অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষ বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস একটু উষ্ণতার জন্য
একরামুল হক # ৪১১

❖ বাংলার বাণিজ্য : প্রসঙ্গ প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য
কার্ত্তিক বিশুই # ৪১৮

❖ রাত করে হাস্যরসের রসভান্ডার প্রেক্ষিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আতেকা খাতুন # ৪২৩

❖ অন্নদামঙ্গল কাব্যের দাম্পত্য সম্পর্ক
ড. জগন্ময় পাত্র # ৪২৯

সংশপ্তক II পঞ্চম বর্ষ II দ্বিতীয় সংখ্যা ISSN-2454-4884

সাবিত্রী রায়ের ছোটগল্পে মৌলিকতা অনুসন্ধান

মণিকুন্তলা বসু

ছোটগল্প হল আধুনিককালের সাহিত্য প্রকরণ। এই কনিষ্ঠ সাহিত্যের শাখাটি বাংলা সাহিত্যে এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে। এই সাহিত্য প্রকরণে মানুষকে বা স্রষ্টাকে অনেক বেশি কাছের থেকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যিক সাবিত্রী রায় ছোটগল্পে নিজের মনের কথাকে তুলে ধরেছেন, ছোটগল্পকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতির নিখুঁত চিত্র সাবিত্রী রায়ের লেখনীতে পাঠক আস্বাদন করতে পারেন। তাঁর লেখনী যে বিশ্বস্ত এক দলিল। পাশাপাশি নারী আধুনিকতার পরশে নিজের মনের কথাকে অকপটে উচ্চারণ করতে চাইলেন, চাইলেন পুরুষের বেড়ি ভেঙে ভবিষ্যতের দিকে আত্মসম্মানের সঙ্গে এগিয়ে যেতে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে সাবিত্রী রায়ের চেতনার জগৎ গঠিত হল। ছোটগল্পকার সাবিত্রীর গল্পে সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সাবিত্রী রায় একজন রাজনৈতিক মনের মানুষ। সুনির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। নারীচেতনায় বিষয়টি আরও তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। পুরুষের পাশে নারীর অবস্থানের তাৎপর্যকে, নারীর স্বাধীন চিন্তাধারাকে, তার সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবনাকে সাবিত্রী রায় তাঁর গল্পে তুলে ধরলেন। রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা তিনি কখনো ভোলেননি। এই বিষয়টি সেদিনের লেখিকাদের থেকে সাবিত্রী রায়কে এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ১৯৩২ সালে সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্রী বাস্তবতায় বিশ্বাসী রুশ দেশের সাহিত্যের অঙ্গনে পটপরিবর্তন ঘটল অনায়াসে। মানুষ যা নেই তার আকাঙ্খা করল, ফলে মানুষ হয়ে উঠল অসুখী – বিষয়টি সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে বদলে দিল। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্র ও সমাজ শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এই ধারাতেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে পেলাম গোর্কি, শোলোখভকে, আলেক্সি তলস্তয় এবং অস্-ত্রোভস্কীকে । এঁদের সাহিত্যে দেখি, মানুষ প্রত্যয়ে ফিরছে, পায়ের তলার মাটি খোঁজার চেষ্টা করছে। সংগ্রাম, অধিকার আদায় অগ্রাধিকার পেল। প্রগতিশীল এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং যুগের হাওয়াকে স্বীকার করায় সাবিত্রী রায়ের লেখায় পাই, বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসীবাদের রাজনীতি, বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ বা বাস্তব আলেখ্য। সাবিত্রী রায় যখন গল্প লিখছেন তখন ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়, যুদ্ধ মন্বন্তরের কালো ছায়া, দাঙ্গা, দেশভাগের অশনিসঙ্কেত। অন্যদিকে, গান্ধীবাদী, সন্ত্রাসবাদী ও বাম রাজনীতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হরতাল, কৃষক আন্দোলন এবং অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ। এই বিষয়গুলিই তাঁর কথাসাহিত্যে এবং সেই সূত্রে গল্পের বিষয় এবং চরিত্রে উঠে আসে। তার গল্পের একদিকে যেমন আছে রাজনৈতিক বিশ্বাস তেমনি আছে মানুষের মনের প্রকৃত সত্য অন্বেষণের প্রচেষ্টা। সাবিত্রী রায়ের লেখা নারীমনের দাবীকে স্বীকার করে। তাঁর লেখায় পাই নারী মনের না পাওয়ার বেদনা, পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় নারীর মনের বিশ্বাসভঙ্গ ও আবার বিশ্বাস করা, বদ্ধ জীবন থেকে ছিটকে আসার জন্য নারী মনের প্রতিবাদ, পুরুষতন্ত্রের নগ্ন রূপ, নারীর জীবনে অবহেলা, বঞ্চনা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদের প্রভাবে সমাজ ও পরিবার জীবনে নেমে আসা অন্ধকার ও তার পরিণাম। এখানে, একটি বিষয় লক্ষণীয়, লেখিকা তার সৃজনী সত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছেন--ব্যক্তি এবং শিল্পীসত্তা – যা তার দেখার দৃষ্টিকে দিয়েছে এক সামগ্রিক সম্পূর্ণতা।

কথাসাহিত্যিক সাবিত্রী রায় প্রধানত ঔপন্যাসিক। তিনি স্বল্প সংখ্যক গল্প লেখেন। এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পকার সাবিত্রী রায়ের জীবনদৃষ্টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। পারিপার্শ্বিকতা ও মানস বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্টব্যক্তিত্ব সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট প্রত্যয়ে। ছোটগল্পে সেই প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়। শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণেও তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হতে পারলেন না। সুস্থ জীবনবোধ এবং প্রথাবিরোধী মনোভাবের জন্য সাবিত্রী রায়কে সাহিত্যের ইতিহাসে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

সাবিত্রী রায় যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তখন দেশে চলছে অস্থির অবস্থা। সময়টা হল বিগত শতকের চল্লিশের দশক। সুতরাং, সহজেই অনুমেয় হয় দেশের পরিস্থিতির চালচিত্র। সাবিত্রী রায় যে যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত তখন ফ্যাসীবাদ ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ব রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থা টালমাটাল। দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।